যীশুতে নাসরতীয়দের অবিশ্বাস

মার্ক ৬:১-৬

মার্ক ৫ অধ্যায়ে আমরা যীশুতে বিশ্বাসের বিজয় লক্ষ্য করেছি— পূর্বতন ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির মুখে সাক্ষ্য, প্রদর রোগগ্রস্ত স্ত্রী-লোকের সুস্থতা লাভ, যায়ীরের কন্যার জীবন লাভ। কিন্তু ৬ অধ্যায়ে আমরা এর ঠিক বিপরীত ছবি দেখতে পাই, তাই এই অধ্যায়কে "যীশুর প্রতি মানুষদের অবিশ্বাস" এমন নাম দেওয়া যেতে পারে। এখানে নাসরতীয় (৬ পদ) ও হেরোদের সঙ্গে সঙ্গে (১৬ পদ), শিষ্যেরাও (৫২) পর্যন্ত যীশুর প্রতি অবিশ্বাস করে। আপনি, আমি কোন্ দলে? আমাদের জীবনে ঈশ্বরের পরাক্রম দেখার একমাত্র চাবি 'যীশুতে বিশ্বাস'। কিন্তু অবিশ্বাস আমাদের জীবনে তাঁর পরাক্রমের কার্যে বাধা দেয়।

আজকের শাস্ত্রাংশে আমরা দেখতে পাই, যীশু তাঁর ছোটবেলায় যেখানে কাটিয়েছিলেন, সেই নাসরতে (আপন দেশে) ফিরে এলেন। তিনি তাঁর স্বভাব অনুসারে বিশ্রামবারে সমাজগৃহে শিক্ষা দেওয়া শুরু করলেন। তাঁর চমৎকার শিক্ষা শুনে তারা অবাক হয়ে গেল, "ইহার এ সকল কোথা হইতে হইয়াছে? ইহাকে যে জ্ঞান দত্ত হইয়াছে, এবং ইহার হস্ত দ্বারা যে এরূপ পরাক্রম-কার্যসকল সম্পন্ন হয়, এই বা কি" (২ পদ)? তারা সত্যই অবাক হয়েছিল, এবং তাদের প্রশ্নও ছিল সঠিক। কিন্তু তারা সেই প্রশ্নের যে উত্তর তৈরি করে, তার মধ্যে ছিল ভুল। ৩ পদে তাদের উত্তর আমরা পাই, "এ কি সেই সূত্রধর, মরিয়মের সেই পুত্র এবং যাকোব, যোষি, যিহূদা ও শিমোনের ভাই নয়? এবং ইহার ভগিনীরা কি এখানে আমাদের মধ্যে নাই? এইরূপে তাহারা তাঁহাতে বিঘ্ন পাইতে লাগিল।" তাঁর প্রতি তাদের এই অবিশ্বাস দেখে যীশু "আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন" (৬ পদ)। ৫ পদ বলে, "তখন তিনি সে স্থানে আর কোন পরাক্রম-কার্য্য করতে পারলেন না।" অর্থাৎ তাদের অবিশ্বাস তাদের মাঝে ঈশ্বরের কার্য্যকে বাধা দিল। আসুন তাদের এই অবিশ্বাস সম্বন্ধে একটু গভীরভাবে চিন্তা করি।

ক। অবিশ্বাসের কারণ —

তাদের উত্তর থেকে আমরা তাদের অবিশ্বাসের কারণ দেখতে পাই। যীশুর বিষয় ছিল তাদের সীমিত জ্ঞান বা ধারণা। যীশুর বিষয় তাদের জ্ঞান ছিল তাদের চোখে দেখা বিষয়, স্পর্শের বিষয় বা উপলব্ধির বিষয় দ্বারা সীমাবদ্ধ। যদিও তাদের সামনে ছিলেন 'ঈশ্বর পুত্র', স্বয়ং মশীহ। কিন্তু তাদের চোখে কেবল একজন ছুতোর-মিস্ত্রী বা মরিয়মের ছেলে ধরা পড়েছিল। তাদের সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃত যীশুতে চেনার পথে বাধা দিয়েছিল। একইভাবে আমরাও ঈশ্বর বিষয়ে আমাদের সীমিত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা ঈশ্বরকে ভুল বুঝি। আমাদের উপলব্ধিকে অতিক্রম করে তাঁকে চিনতে হবে। বিশ্বাস করার জন্য আগে আমার জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা সব উপলব্ধি করতে হবে, নাহলে চলবে না, এমন মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। বাস্তবে আমরা সে কাজ সর্বদা করে থাকি — যদিও আমি তড়িৎ *ছ্রড়প্তুন্দ্বত্তব্ধক্তনন্তুনব্ধভ্রগ্ন* সম্বন্ধে খুব একটা জানি না, তথাপি তার ব্যবহার বা তার উপকার পেতে কখনও দ্বিধাবোধ করি না। ঠিক একইভাবে, আমাদের বুদ্ধির অতীত বিষয়সমূহ বিশ্বাসে গ্রহণ করে, তাদের আশীর্বাদ ভোগ করতে হবে। বাইবেল বলে আমরা "বাহ্য দৃশ্য দ্বারা নয়, কিন্তু বিশ্বাসে চলি" (২করি. ৫:৭)। অব্রাহামের মত আমাদের স্থান ত্যাগ

করে ঈশ্বর আমাদের যে স্থানে নিয়ে যেতে চান, সেখানে যেতে বিশ্বাসে তাঁর উপর নির্ভর করতে হবে।

সীমিত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে ছিল তাদের সীমিত (ছোট) হৃদয়। যীশুর শৈশব সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান, যীশুকে প্রকৃত অর্থে চেনার পথে বাধা হয়েছিল। তাদের ছোট হৃদয়, বড় যীশুকে চিনতে ব্যর্থ হয়। ছোট হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছিল দূরদৃষ্টির অভাব। আত্ম-দাম্ভিকতায় ঈশ্বরের পরাক্রমকে তারা তুচ্ছ করে। যীশু তা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ৪ পদে নিজের লোকের কাছে ভাববাদীর অসম্মানের কথা তিনি বলেন।

খ। অবিশ্বাসের ফলাফল —

(১) তাদের অবিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের আশীর্বাদের ধনাগারকে বন্ধ করা হয়েছিল। ৫ পদ অনুসারে যীশু সেখানে কোন পরাক্রম-কার্য্য করতে পারলেন না। যীশু যে চাইলেন না, এমন নয়, তিনি করতে পারলেন না। অর্থাৎ আমাদের অবিশ্বাস দ্বারা আমরা, আমাদের মাঝে ঈশ্বরের কার্য্যকে সীমিত করি। ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁর পরাক্রম আমাদের দেখায়।

(২) কেবল ঈশ্বরের পরাক্রম নয়, ঈশ্বরের কার্যের পরিধিও এর দ্বারা সীমিত হয় — খুব কম লোকই সেখানে যীশুর দ্বারা সুস্থ হয়েছিল (৫ পদ)।

(৩) অবিশ্বাসের দ্বারা যীশুতে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাসমূহও হারিয়ে যায় (ইব্রীয় ৪:১-২)। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার আশীর্বাদ পেতে হলে, আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাসে আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করি, বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব (ইব্রীয় ১১:৬)।

গ। অবিশ্বাসের আরোগ্য —

অবিশ্বাস থেকে কীভাবে সুস্থ হওয়া সম্ভব? অবিশ্বাস থেকে সুস্থ হতে প্রয়োজন বিশ্বাস। কিন্তু বিশ্বাস কী, আমরা কীভাবে তা লাভ করি? বিশ্বাস হল যীশুতে আস্থা স্থাপন। এর অর্থ যীশুর সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ নয়, বা সেই জ্ঞানকে স্বীকার করা নয়, কিন্তু জ্ঞান ও স্বীকারোক্তি অনুসারে যীশুতে আস্থা স্থাপন করা। নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি, সৎ কার্যের প্রতি আস্থা থেকে যীশুর প্রতি আস্থা বদল। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের দ্বারাই এই বিশ্বাস তৈরি হয়। তাঁকে চেনার দ্বারাই এই বিশ্বাস তৈরি হয়।

সীমিত জ্ঞানকে ভিত্তি করে সীমিত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হওয়া নয়, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস করে আমাদের মাঝে তাঁর কার্য্যকে আশা করার মধ্যে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। কিন্তু আমরা কীভাবে তাঁকে সত্য-সত্য বিশ্বাস করতে পারি? তাঁর প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পারি? আমাদের চিন্তার বাইরে কীভাবে তাঁর উপর নির্ভর করতে পারি? বাইবেল এই প্রশ্নের সুন্দর উত্তর দেয়।

রোমীয় ১০:১৭ পদে এমন কথা আছে, "অতএব বিশ্বাস শ্রবণ হইতে, এবং শ্রবণ খ্রীস্টের বাক্য হইতে।" ঈশ্বর তাঁর বাক্যে কী বলছেন, তার প্রতি যখন আমরা মনোনিবেশ করি, তখন আমরা বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাই। যখন আমরা বাইবেল অধ্যয়ন করি, প্রার্থনার দ্বারা যখন আমরা তাঁকে খুঁজি, পবিত্র-আত্মার দ্বারা বাক্যের অর্থ উপলব্ধির আশা করি, তখন তাঁর বিষয় আমাদের আত্মিক-চক্ষু উন্মীলিত হয়। তাঁর বাক্য আমাদের হৃদয়ে সঞ্চয়ের দ্বারা সেই বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।